# ঝুলন্ত পার্লামেন্ট এবং তিন অস্ট্রেলীয় সাংসদ

## অভিবাসন নীতিমালায় সম্ভাব্য সংকোচন সমাসন্ন

।। মোহাম্মদ আলী বোখারী ।।

সিডনি থেকে প্রকাশিত মাসিক দেশ বিদেশ ইমেইলে ২১ আগষ্ট অস্ট্রেলিয়ায় সম্পন্ন ফেডারেল নির্বাচন নিয়ে একটি লেখা পাঠানোর অনুরোধ জানিয়েছে। আমার সাম্প্রতিক সফরে অস্ট্রেলিয়ার মাল্টিকালচারাল পার্লামেন্ট সেক্রেটারী সাংসদ লরি ফার্গুসনের সাক্ষাতকার সমেত নির্বাচনী লেখাটি ছিল সেটির অন্যতম কারন। অবশ্য ওই নির্বাচন দেশটির সত্তর বছরের অর্থাৎ ১৯৪০ সালের পর রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি ঝুলন্ত পার্লামেন্ট উপহার দেবে তার আঁচ পাঁচ সপ্তাহের নির্বাচনী প্রচারনায় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে ক্ষমতাসীন লেবার দলের জুলিয়া গিলার্ড প্রাসাদ ক্যু'র মাধ্যমে নিজ দলের অতি জনপ্রিয় কেভিন রাডকে সরিয়ে প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহনের পরিণতিতে এমনটা দুর্ভোগে পড়বেন জানা ছিল না। এখন দুই প্রধান দল - ক্ষমতাসীন উদারপন্থী লেবার পার্টি এবং রক্ষণশীল লিবারেল কোয়ালিশন তিন স্বতন্ত্র সাংসদসহ প্রথমবারের মতো একটি আসনে জয়ী গ্রীণ পার্টির সাংসদের সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় যাবার পথ খুঁজছে। এতে দেশটির ভবিষ্যত অভিবাসন নীতিমালা প্রণয়ন যে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হবে, সন্দেহ নেই। এছাড়া নতুন নির্বাচন এক বছর না গড়াতেই যে আবার মাথা চাড়া দিতে পারে সেই সম্ভাবনাটিও রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ইঙ্গিত দিচ্ছেন।

প্রায় আট দিন গড়িয়ে যাবার পরও বুঝা যাচ্ছে না কোন দল ক্ষমতাসীন হচ্ছে? ২৯ আগষ্ট পর্যন্ত মোট ১৫০ আসনের অস্ট্রেলীয় পার্লামেন্টের ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, লেবার ও লিবারেল কোয়ালিশন উভয়েই ৭২টি করে আসন লাভ করেছে। ব্রিসবেনের একটি মাত্র আসন, যা এখনও চূড়ান্ত হয়নি, সেখানে লিবারেল-ন্যাশনাল পার্টি এগিয়ে আছে। ফলে চারজন স্বতন্ত্র এবং একজন গ্রীণ সাংসদের ওপরই নির্ভর করছে সরকার গঠন বা ক্ষমতাসীন হওয়া। তবে গ্রীণ দলের নেতা বব ব্রাউন লিবারেল কোয়ালিশন নেতা টনি এ্যাবটের নতুন কোনো নির্বাচন নিয়ে চিন্তা-ভাবনাকে 'কোআইট আনওয়ারান্টেড' বা 'অপ্রত্যাশিত' বলে সতর্ক করেছেন। অনুষ্ঠিত ওই নির্বাচনে প্রথমবারের মতো দেশব্যাপি ৫ শতাংশ নতুন ভোট অর্জনের মধ্য দিয়ে গ্রীণ পার্টি মোট ১১.৪ শতাংশ জনপ্রিয়তায় হয়েছে সমধিক আলোচিত।

কথা হচ্ছে, অস্ট্রেলিয়ার জনগণ কি এই নির্বাচনী ফলাফলে সন্তুষ্ট? পশ্চিম সিডনিতে যারা শরণার্থী ও ট্রাফিক জ্যাম নিয়ে শংকিত, কিংবা সমগ্র কুইন্সল্যান্ড অঙ্গরাজ্যে কেভিন রাডের ক্ষমতাচ্যুতিকে যারা সহজে মেনে নেননি এবং পশ্চিমাঞ্চলের যারা দেশটিকে করায়ত্ত করে রেখেছেন, তাদের বেলায় কি হবে? আবার যারা পোর্ট ম্যাকারে, ক্লনকারী ও ওরিস ক্রিকে জনপ্রতিনিধিত্বের জন্য রায় দিয়েছেন, তারা কি সর্বতোভাবে অস্ট্রেলিয়া পরিচালনার দায়ভারটি এদের ওপর ন্যস্ত করেছেন? সে যাই হোক, এখন এটাই হচ্ছে বাস্তবতা। ফলে এই তিন জনপ্রতিনিধিই দেশটির আগামী তিন বছরের স্থিতিশীল সরকার গঠনে নিয়ামক প্রতিপাদ্যে আর্বিভূত। এই তিন জন কোন দিকে যাবেন, বলা দুস্কর। অবশ্যই তারা প্রত্যেকে প্রাক্তন ন্যাশনাল, কিন্তু বাস্তবে কি তারা প্রাক্তন? ধরা যাক, বব ক্যাটারের কথা, তিনি অর্থনৈতিক বিচার্যতাকে উপেক্ষা করে পুঞ্জিভূত ক্ষোভে কতক নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন, এমনকি সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে কোনো এক এয়ারপোর্টে অতি ক্রোধে একজন লিবারেল এমপিকে তিনি 'হত্যার হুমকি' দিয়েছেন। অন্যদিকে, টনি উইন্ডসরের ক্ষোভ থাকা স্বাভাবিক, তাকে ন্যাশনাল পার্টি থেকে বহিস্কার করা হয়েছে, তারপরও দলের প্রতি তার মোহ কাটেনি। এদিকে রব ওকসর্টের অবস্থানটি অনেকটাই জটিল। তিনি ন্যাশনাল পার্টি ছেড়েছেন, কেননা দলটি তার জন্য যথেষ্ট অর্থে 'সামাজিক উদারতা' প্রদর্শন করেনি। তাই এ মুহুর্তে এটা বলা কঠিন, এই তিন ঘোরদৌড়বিদ বা স্বতন্ত্র প্রার্থী আসলে ক্ষমতার ভাগাভাগিতে কোন দলে যোগ দেবেন?

তবে ২৫ আগষ্ট সংবাদ সম্মেলনে প্রদত্ত তাদের বক্তব্য থেকে একটা চিত্র পরিস্কার যে, তারা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ও ব্যয়ভার সংক্রান্ত জবাবদিহিতা চান এবং এক্ষেত্রে ট্রেজারী সেক্রেটারী ক্যান হেনরী তাদের সহযোগিতা যোগাবেন। তার অর্থ হচ্ছে, বাস্তবে তারা লেবার দলের ওপর কিছুটা 'কর্তৃত্ব' দেখাতে চান। অর্থাৎ যে ট্রেজারী সরকারের সকল ব্যয় ঘটিয়েছে তার হিসাব-নিকাশ চান, কিন্তু দেশের পঞ্চম হিসাবরক্ষণ প্রতিষ্ঠান যারা কোয়ালিশনের প্রয়াসকে এগিয়ে নিয়েছে, তাদের কাছে কোনো প্রকার কৈফিয়ত চাইবেন না।

এই বিজ্ঞ তিন সাংসদের অবস্থানগত আচরনে বলা যায় 'বড্ড দুর্ভোগে' আছে প্রধান দুই রাজনৈতিক দল - লেবার ও লিবারেল কোয়ালিশন। লেবার পার্টির জুলিয়া গিলার্ডের 'অপতৎপতায়' কেভিন রাডের সময়কালীণ অর্জিত ৮৩ আসন নেমে শুধু ৭২ আসনে

দাঁড়িয়নি, বরং দেশব্যাপি 'সলিড ভোট ব্যাংকের' গড়ে ২ দশমিক ৩১ শতাংশ জনপ্রিয়তা লিবারেল কোয়ালিশনের পাণে গিয়ে ঠেকেছে (অস্ট্রেলিয়ান ইলেকট্ররাল কমিশনের ভারচ্যুয়াল টালি রুমের ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত তথ্যানুসারে)। কুইন্সল্যান্ডে লেবার এখন বিপজ্জনক অবস্থায় আছে, দৃশ্যতঃ যার প্রতিফলন ঘটেছে স্বয়ং অঙ্গরাজ্যটির প্রিমিয়ার আন্না ব্লিগের বক্তব্যে, এমনকি জুলিয়া গিলার্ডের নেতৃত্বও তার কাছে 'যথোপযুক্ত' নয়। ভিক্টোরিয়া অঙ্গরাজ্যও লেবার নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অনুরূপ অভিযোগ উত্থাপণের অপেক্ষায় আছে। এই পরিস্থিতিতে লিবারেল কোয়ালিশনও যে খুব একটা সুবিধাজনক অবস্থায় আছে, তা কিন্তু নয়। ইতিমধ্যে এই কোয়ালিশনের বার্নাবি জয়েস স্বতন্ত্র এক সাংসদের সাথে বিতর্কে জড়িয়ে গেছেন। ফলে ঝুলন্ত পালামেন্টের সমস্যা সুরাহায় কোয়ালিশন নেতৃত্বকে বেশ গলদগর্ম হতে হচ্ছে। 'অহিনুকুল' এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন উদ্ভূত 'ঝুলন্ত পার্লামেন্ট' তিন বছরের কোনো স্থায়িত্ব খুঁজে পাবে কিনা, সেই প্রতীক্ষায় থাকবে আগামী কয়েক সপ্তাহ অস্ট্রেলিয়ার জনগণ।

অস্ট্রেলিয়ার এই ঝুলন্ত পার্লামেন্টের গতিপথ কোন দিকে গড়াবে সেই প্রতীক্ষার পাশাপাশি অভিবাসীদের দুর্ভাবনাটি বাড়ছে বৈ কমছে না। উভয় দলই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে অস্ট্রেলীয় জীবন-মান রক্ষায় থেকেছে অনঢ়; তারা অভিবাসন বাড়ানোর পরিবর্তে কমানোর কথাটি দৃঢ়তায় বলেছে। লিবারেল নেতা টনি এ্যাবট ২০০৮ সালের ৩ লক্ষ অভিবাসীর পরিবর্তে ১ লক্ষ ৭০ হাজার করার কথা বলেছেন। তাছাড়া অভিবাসন নীতিমালা পর্যালোচনার স্বপক্ষে তার অবস্থান। লেবার নেত্রী জুলিয়া গিলার্ড 'এ সাসটেইনাবল এন্ড স্মল অস্ট্রেলিয়া' অর্থাৎ 'সমৃদ্ধশীল ক্ষুদ্র অস্ট্রেলিয়া' চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মারডক বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক বিশ্লেষক ড. ইয়ান কুক শিনওয়া বার্তা সংস্থাকে জানিয়েছেন, আমার ধারনা স্বতন্ত্র সাংসদরা কঠোর অভিবাসনের পক্ষে অবস্থান নেবে। তারা আঞ্চলিক অস্ট্রেলিয়া থেকে সমাগত, যেখানে জনসংখ্যা কমা বৈ বাড়ছে না। তাসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. রিচার্ড হার বলেছেন, আঞ্চলিক এই স্বতন্ত্র সাংসদরা আঞ্চলিক উন্নয়নের পাণেই বেশী নজর দেবেন। সেটা অনেক শিল্পদ্যোক্তার জন্য শুভকর হবে কেননা 'মাইনিং টেক্স' ওঠে যাচ্ছে। একই সাথে ওই সকল অঞ্চলের উন্নয়নে দক্ষ জনশক্তিও প্রয়োজন। একই সাথে হার আরও বলেন, মনে হচ্ছে লেবার দল অবৈধ অভিবাসনের ক্ষেত্রে কঠোর অবস্থানে যাবে, কেননা ইউরোপীয় নয় এমন অভিবাসীদের ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে এবং অন্যান্য শহরে বিরূপ ধারনা বিদ্যমান।

টরন্টো, কানাডা: ২৮ আগষ্ট, ২০১০
ইমেইল: bukhari.toronto@gmail.com

সংযুক্ত ছবি: স্বতন্ত্র সাংসদ বব ক্যাটার, রব ওকসর্ট এবং টনি উইন্ডসর